



# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,  
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।  
ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১, ০২২২৩৩-৮৮৯৪৯;  
ই-মেইলঃ [dgmladl@krishibank.org.bd](mailto:dgmladl@krishibank.org.bd)

ক্রেডিট বিভাগ

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-১)/৩(১৭)/২০২২-২০২৩/ ২২৭৫ (২২৫০)  
মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।  
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।  
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।  
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)  
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

তারিখঃ ২৩.১১.২০২২

**বিষয়ঃ** দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭.১১.২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথা যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সার্কুলারটির বর্ণিত নির্দেশনা নিম্নে হুবহু উল্লেখ করা হলোঃ

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে :

১. স্কিমের নাম : খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।
২. স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ : ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা (প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে)।
৩. উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।
৪. স্কিমের মেয়াদ : ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (প্রয়োজনে স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে)।
৫. ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ :

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়েক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

৬. কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ :

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান, শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ঘ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৪

৫

বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

- ঙ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- চ) কোনো কৃষক/গ্রাহক যে কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
- ছ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৭. সুদ/মুনাফা হার ঃ

- ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।
- খ) কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৮. ঋণের খাতসমূহ ঃ

- ক) ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৯. ঋণের মেয়াদ ঃ

- ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।
- খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

১০. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি ঃ

- ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন এর অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
- খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক (এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবেঃ
  - ⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
  - ⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক);
  - ⇒ ঋণ পরিশোধ প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);
  - ⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১১. পরিশোধ পদ্ধতি ঃ

- ক) ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।
- খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।
- গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।
- ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৪% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করে এককালীন আদায় করা হবে।

১২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং ঃ

- ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জীভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।
- গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

**বিষয়ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

**১৩. ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন ঃ**

- ক) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংকের বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ব্যানার স্থাপন করতে হবে।
- খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।
- গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

**১৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ** এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

**১৫. অন্যান্য শর্তাবলীঃ**

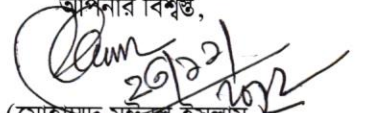
- ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন-জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।
- গ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারীর পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ এর ১৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৭ এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। এমতাবস্থায়, সার্কুলারের নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

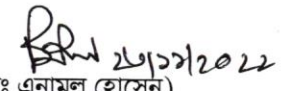
আপনার বিশ্বস্ত,  
  
(মোঃমুহম্মদ মুহম্মদুল ইসলাম)

উপমহাব্যবস্থাপক

তারিখঃ ২৩.১১.২০২২

নং- বিকেবি-প্রকা/ক্রেবি (শাখা-১)/৩(১৭)/২০২২-২০২৩/ ২২৭২(১২০০)  
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৮। নথি/মহানথি।

  
(মোঃ এনামুল হোসেন)  
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৫০১১৯



বাংলাদেশ ব্যাংক  
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)  
প্রধান কার্যালয়  
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার নং- ০৭

০২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯  
তারিখঃ -----  
১৭ নভেম্বর, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি  
টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কৃষি খাতে স্বল্প সুদ হারে ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে :

১. স্কিমের নাম : খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম।
২. স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ : ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা (প্রয়োজনে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে)।
৩. উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।
৪. স্কিমের মেয়াদ : ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (প্রয়োজনে স্কিমের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে)।
৫. ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ :
  - ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
  - খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।
  - গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর পেশকৃত পুনঃঅর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।
৬. কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ :
  - ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।
  - খ) কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০২

- গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে শস্য ও ফসল (ধান, শাক-সবজি, ফল ও ফুল) চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বদ্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।
- ঘ) শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বদ্ধনের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া, শস্য ও ফসল (ধান, শাক সবজি, ফল ও ফুল চাষ) ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
- ঙ) এ ক্ষিমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- চ) কোনো কৃষক/গ্রাহক যে কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ ক্ষিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
- ছ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৭. সুদ/মুনাফা হার :

- ক) এ ক্ষিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।
- খ) কৃষক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৮. ঋণের খাতসমূহ :

- ক) ধান চাষ, মৎস্য চাষ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উল্লিখিত শাক-সবজি, ফল ও ফুল চাষ, প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় পোল্ট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে এ ক্ষিমের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৯. ঋণের মেয়াদ :

- ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ০.৫০% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।
- খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস হ্রস্ব পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ মাস।

১০. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি :

- ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়ন এর অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
- খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক(এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করবেঃ

- ⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;
- ⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১ মোতাবেক);
- ⇒ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);
- ⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১১. পরিশোধ পদ্ধতি :

- ক) ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।
- খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।
- গ) ঋণের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।
- ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ৪% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্য করে এককালীন আদায় করা হবে।

১২. রিপোর্টিং ও মনিটরিং :

- ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২ মোতাবেক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগে মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।
- গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৩. ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন :

- ক) পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংকের বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে ব্যানার স্থাপন করতে হবে।
- খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।
- গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. তহবিল ব্যবস্থাপনা : এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং এ লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১৫. অন্যান্য শর্তাবলী :

- ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ করবে এবং ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।
- খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন- জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপন, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

16/

- গ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরোক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃঅর্থায়ন ক্ষিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারীর পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে অত্র বিভাগের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংযোজনীঃ ২ (দুই) পাতা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

পরিচালক (এসিডি)

ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

ছক-১ঃ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায়  
পুনঃঅর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নামঃ

মাসের নামঃ

অর্থবছরঃ

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	কৃষক/গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার	ঋণ বিতরণের তারিখ	ঋণের মেয়াদ	ঋণ বিতরণের খাত	বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							

৩.



